তারিখ ... 15 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

সমকাল

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ

'আওতার বাইরে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আদালত'

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি পদে সাংসদদের অবস্থান-সম্পর্কে দেওয়া আদালতের রায় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে জাতীয় সংসদে। গতকাল মঙ্গলবারের অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালনকারী ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া বলেছেন, 'আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে আদালত কিছুটা তার আওতার বাইরে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অনেক আইনজীবী এ রায়ের সঙ্গে দ্বিমতও পোষণ করেছেন।' এ বিষয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শিক্ষমন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ সময় বৈঠকে উপস্থিত থাকলেও কোনো মন্তব্য করেননি। এর আগে সরকারদলীয় সাংসদ আবদুর রহমান পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে এ সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রীর ব্যাখ্যা দাবি করেন। ডেপুটি স্পিকারের এ বক্তব্যের ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

আওতার বাইরে সিদ্ধান্ত

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

পর পরই অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করা হয়। গত ১২ জুন বেসরকারি স্কুল-কলেজের পরিচালনা পর্ষদে সাংসদের সভাপতি পদে মনোনীত হওয়া এবং বিশেষ কমিটি গঠন-সংক্রান্ত বিধি অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বহাল রাখেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। ফলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে (গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) স্থানীয় সাংসদের সভাপতি পদে থাকা সংবিধানের সঙ্গে অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বহাল থাকে।

অনির্ধারিত আলোচনায় দেওয়া সাংসদ আবদুর রহমানের বক্তব্যকে সমর্থন করে ডেপুটি স্পিকার বলেন, 'মাননীয় সংসদ সদস্য আপনি যথার্থই বলেছেন। আমিও দেখেছি, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ একটি রায় দিয়েছেন।' আদালতের এ সিদ্ধান্ত কিছুটা তার আওতার বাইরে বলে জানান তিনি। এ রায়ের সঙ্গে অনেক আইনজীবী একমত হতে পারেননি জানিয়ে তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর একটি বক্তব্য বা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র জারি হওয়া দরকার। যাতে এ ধরনের সৃষ্ট জটিলতার নিরসন হয়। এই দিকে তার দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রীকেও অনুরোধ করব।'

এর আগে আবদুর রহমান পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে বলেন, 'প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী সাংসদরা বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কলেজগুলোতে সভাপতি হিসেবে থাকতে পারতেন; কিন্তু সাংসদের যেভাবে এবং যে পদ্ধতিতে পদ ছাড়তে বলা হচ্ছে, তাতে আমাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে।' নিজের নামে প্রতিষ্ঠিত একটি টেকনিক্যাল কলেজের সভাপতির পদে আসীন থাকলেও তিনি কোনো প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদে থাকতে আগ্রহী নন বলে জানান।

সাংসদ রহমান আরও বলেন, 'বিষয়টি সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত আমরা মাথা পেতে নেব– একথা যেমন সত্য, তেমন আমার একটি জিজ্ঞাসা, এই সিদ্ধান্ত কি কেবল মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত? নাকি এটি মন্ত্রণালয়ের বাইরে আদালতের পরিধি পর্যন্ত গড়ানো উচিত? এ ব্যাপারটি আমাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।' এ বিষয়ে তিনি শিক্ষামন্ত্রীর ব্যাখ্যাও দাবি করেন।